তারিখ 31 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সংবাদ

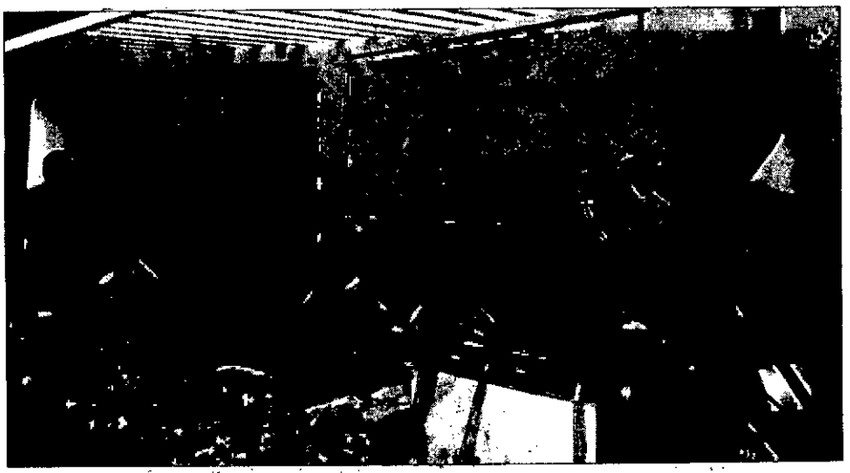

গতকাল ঢাকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ -সংবা

সমাজকে সত্যিকারের জ্ঞানে আলোকিত করে জঙ্গিবাদ রোধ সম্ভব : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সমাজকে সত্যিকারে জ্ঞানে আলোকিত করে জঙ্গিবাদসহ সব অপশক্তি প্রতিরোধ করা সম্ভব- মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

তিনি গতকাল ঢাকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পরিচালিত সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) প্রকল্পের পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির সেরা সংগঠক সম্মাননা পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি প্রফেসর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বক্তব্য রাখেন। সেকায়েপ প্রকল্প পরিচালক ড. মাহমুদ-উল-হক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

শিক্ষামন্ত্রী গুলশান হোটেল ও শোলাকিয়া ঈদের জামাতে নৃশংস সন্ত্রাসী হামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি এদেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি কখনো মেনে নিতে পারেনি। এ অপশক্তি তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শান্তির ধর্ম ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'

সত্যিকারের জ্ঞানের আলোতে আলোকিত সমাজে কখনো এই ধরনের অপশক্তি ঠাঁই পাবে না মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কার্যক্রম এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আলোকিত সমাজ গঠনে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি, টিউশন ফি মওকুফ, বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার সরবরাহ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি শিক্ষাবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশে শিক্ষা বিস্তারে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সারাদেশে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে সকল ধরনের অপশক্তি ও অপসংস্কৃতি প্রতিহত করা সম্ভব বলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিভাগের পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির ১৫৩ জন সংগঠককে পুরস্কৃত করা হয়। সারাদেশে ২৫০টি উপজেলার ১১ হাজার ৮০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেকায়েপ'র সহায়তায় পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির সংগঠকদের উৎসাহিত করতে ২০১৩ সাল থেকে সেরা সংগঠকদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে ২০১০ সাল থেকে সেকায়েপ সহায়তা দিয়ে আসছে।